দৈনিক বাংলা

১৯৯

তারিখ 03 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৯ ...

১৪

একুশের অনুষ্ঠানে সন্ত্রাস রোধে ছাত্রী ব্রিগেড

স্টাফ রিপোর্টার : একুশের অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে ছাত্রদল ছাত্রলীগ কর্মী-ছাত্রীরা মিলিত ব্রিগেড গঠন করেছে। বাংলা একাডেমীর কর্মসূচীগুলিতে যাতে নারী-শিশু-কিশোররা নির্বিঘ্নে যোগ দিতে পারে, সেজন্য এই ছাত্রী ব্রিগেড। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন ছাত্রী বিগ্রেডের দশজন করে স্বেচ্ছাসেবক একাডেমী প্রাঙ্গণে থাকবে। ৭ ফেব্রুয়ারী একুশের বইমেলা শুরু হবে। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ ব্রিগেড সদস্যদের জন্য বিশেষ পোশাক ও ব্যাজ দেবেন।

এ খবর জানা গেছে ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়ের তিনটি ছাত্র হল সংসদের নেত্রীবৃন্দের কাছ থেকে। রোববার বিকালে তারা জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই তথ্য দেন। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী শিরিন সুলতানা ও শামসুন নাহার হলের সহ-সভানেত্রী আইরিন পারভিন বাঁধন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুনর রশীদ। এছাড়া এতে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া হলের সাধারণ সম্পাদিকা সাহানা আক্তার সানু, শামসুন নাহার হলের সাধারণ সম্পাদিকা শাহীন আক্তার শিমুল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের সমাজসেবা সম্পাদিকা শাহনাজ পারভিন সুইটি, একই হলের ছাত্রদল কর্মী আফরোজা খন্দকার নিপু, মাসুমা গণি, আসমা হাবিব, শাহানা ইসলাম শামীম, মমতাজ হাসিন রত্না ও মোশতারী বেগম, রোকেয়া হলের সমাজসেবা সম্পাদিকা রেহানা আখতার রানু, শামসুন নাহার হলের ছাত্রলীগ (শাহে আলম) কর্মী সেলিনা বেগম, আয়েশা সিদ্দিকা শেলী ও হাবিবা কুমকুম।

ছাত্রী ব্রিগেডের সদস্যরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় বই-মেলার শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবে। এদের ভূমিকা হবে দল ও সংগঠন নিরপেক্ষ। বইমেলায় আগত বোনদের সব রকম প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করা তাদের লক্ষ্য। তারা আশা করেন যে, এ দেশের যুবকরা এতটা বিবেক-হীন হবেন না যাতে মেয়েরা অস্বস্তিবোধ করেন। তারা মনে করেন, অতীতে বইমেলায় বিশৃংখলা সৃষ্টির সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জড়িত ছিলেন না। তারা বহিরাগত বিভ্রান্ত যুবক। তারা এবার এমন কোন আচরণ করবেন না যাতে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়।

একুশের অনুষ্ঠানে ছাত্রী বিগ্রেড গঠনকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুনর রশীদ একটি শুভ পদক্ষেপ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, এটি সন্ত্রাস প্রতিরোধে ছাত্রী সমাজের প্রতীক প্রতিরোধ। সমাজের বিবেক জাগিয়ে তুলতে এই ঘটনা অনুকূল সাড়া জাগাবে। এ জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিবেকবান সকল মহলের উচিত তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো। সন্ত্রাস প্রতিরোধে সংগঠিত জনমতই বড় শক্তি। এই জনমতই পারে সমাজের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে।

ছাত্রী নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা মেয়েরা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে চাই না। সমঅধিকার নিয়ে আমরা পুরুষের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করি। ছাত্রী বিগ্রেড গঠনের বিষয় নিয়ে "ডাকসু" এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। তারা আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। একুশের অনুষ্ঠানে ছাত্রী বিগ্রেড গঠন সন্ত্রাস প্রতিরোধে শুভ সূচনা করবে। এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।